পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Rgn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 01 ❑ 24 Mar. 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ভোটে জিতেও পৌরসভায় যাওয়া হলো না দীলিপ বাবুর

সার্বভৌম সমাচার প্রতিবেদন : ভোটে জিতে শপথ বাক্য পাঠ করা হল না,যাওয়া হলো না পৌরসভায় ।ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল বনগাঁ শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা বনগাঁ পৌরসভার কাউন্সিলর দিলীপ দাসের (৭৯)। বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তিনি এবার জয়ী হয়েছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসা করিয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর থেকে বাড়িতে বসেই চিকিৎসা চলছিল। হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবারের লোকেরা তাঁকে রবিবার বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। হাসপাতালের হাই ডেফিসিয়েসি ইউনিটে রেখে তার চিকিৎসা চলছিল। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

বনগাঁ তৃণমূলের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, দীলিপ বাবু রেলের ঠিকাদার ছিলেন। জন্ম লগ্ন থেকেই তৃণমূল দল করতেন। বর্তমানে তিনি বনগাঁ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ২০০৫ সালে বনগাঁ পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। এবারের পৌর-নির্বাচনে পাশ্ববর্তি ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়লাভ করেছিলেন। ভোটের পর থেকেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। এদিন মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর বাড়িতে ভিড় করে বনগাঁর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। বনগাঁ পৌরসভা চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, "আমাদের একজন অভিভাবক চলে গেলেন। খারাপ সময়ে দলের সাথে ছিলেন তিনি। আমরা অভিভাবক হীন হলাম।"

উচ্ছেদের নির্দেশ আদালতের

পূনর্বাসনের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

প্রতিনিধি : সড়ক সংলগ্ন তিনটি দোকান ঘর উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার ওই দোকান ঘরগুলি উচ্ছেদ করা হবে। আদালতের উচ্ছেদের সিদ্ধান্তে পথে বসবেন বলে জানিয়েছেন দোকানঘরগুলির পরিবারের লোকেরা। তারা পুনর্বাসন দাবি করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার নলডুগারি বাজার এলাকায়।

পরিবারের লোকজন ও বাজারের কিছু ব্যবসায়ী পুনর্বাসনের দাবিতে মঙ্গলবার সকালে নলডুগারি বাজারে হেলেঞ্চা-দত্তফুলিয়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পোস্টার ব্যানার হাতে মহিলারা ছোট শিশু সন্তানদের নিয়ে রাস্তায় বসে পড়েন। অবরোধের ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

পথচলতি যাত্রীরা অবরোধকারীদের

অনুরোধ করেন অবরোধ তুলে নেয়ার জন্য। প্রায় ৪০ মিনিট পর স্থানীয় বাজার সমিতির মধ্যস্থতায় অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়া দোকানগুলির পরিবারের সদস্যা লিপিকা বাড়ুই, বিজুলি পান্ডেরা তৃতীয় পাতায়...

ড্রোনের মালিকের সন্ধান পেল পুলিশ

প্রতিনিধি : সীমান্ত এলাকার চাষের জমির মধ্যে থেকে উদ্ধার হওয়া ড্রোনের মালিকের সন্ধান পেল পুলিশ। রবিবার দুই যুবক পেট্রাপোল থানায় গিয়ে দাবি করে ড্রোনটি তাদের। পুলিশকে একটি রিমোট এবং রসিদ দেখিয়ে তাঁরা বলেন" ইউটিউবে বিভিন্ন জিনিস তৈরি তৃতীয় পাতায়...

শহরের নিরাপত্তা বাড়াতে ড্রোন নিষিদ্ধ করলো বনগাঁ পৌরসভা

প্রতিনিধি : বিয়ে, সামাজিক অনুষ্ঠান সহ যে কোন অনুষ্ঠানে বনগাঁ শহরে ড্রোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করল বনগাঁ পৌরসভা। এ বিষয়ে পৌরসভার পক্ষ থেকে বুধবার একটি লিখিত নির্দেশ প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এখন থেকে বনগাঁ পৌরসভা এলাকায় যেকোনো বিয়ে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে বেআইনিভাবে ড্রোন ব্যবহার করা যাবে না। সরকারি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। পৌরসভার নির্দেশের কপি পুলিশ প্রশাসনের চতুর্থ পাতায়...

আর প্রতিশ্রুতি নয়

পার্বতী খালের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার চান বাসিন্দারা

প্রতিনিধি : সংস্কারের অভাবে বুজে যাচ্ছে খাল। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় রয়েছেন কয়েক হাজার কৃষক ও মৎস্যজীবী। দীর্ঘদিন ধরে গোপালনগরের পার্বতী খালপারের বাসিন্দারা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে। খাল সংস্কারের প্রতিশ্রুতিতে ভোট বৈতরণী পার হয় রাজনৈতিক দলগুলি। বদলায় না খালের চেহারা। এবার পার্বতী খালের সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ করে আন্দোলন শুরু করল পার্বতী খাল বাঁচাও কমিটি ও বিজ্ঞান-যুক্তিবাদী মঞ্চের সদস্যরা। তাদের সঙ্গে পোস্টার ব্যানার হাতে নিয়ে অবরোধে শামিল হলেন খালপাড়ের বাসিন্দারা। সোমবার সকালে গোপালনগর থানার খাল সংলগ্ন নহাটা বাজার এলাকার গোপালনগর নিমতলা সড়ক অবরোধ করে বাসিন্দারা। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলার পর পুলিশ এসে কথা বলে অবরোধকারীদের সঙ্গে।

খাল পাড়ের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পার্বতী খালকে অতীতে যমুনা নদী বলা হত। এই খাল দিয়ে অতীতে বনগাঁ এবং নদীয়ার বিভিন্ন বাজারে পণ্য নিয়ে যেতেন ব্যবসায়ীরা। বনগাঁ মহকুমার মধ্যে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই খালের এক প্রান্ত যমুনা নদীর সঙ্গে মিশেছে, অপরপ্রান্ত নদীয়ার চূর্ণী নদীর সঙ্গে মিশেছে। অতীতে এই খালের ওপর দিয়ে নদিয়া বনগাঁর একাধিক এলাকায় যাত্রী পরিবহন চলত। শান্তিনগর, রাগমারা, লক্ষ্মীপুর রাজারমাঠ সহ বহু গ্রামের মৎস্যজীবী এবং কৃষকেরা এই খালের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতো। খাল বুজে যাওয়ায় বর্তমানে মৎস্যজীবীরা বাধ্য হয়ে পেশা বদল করেছে। বর্ষা এলেই খালের দু-পারের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কৃষক গনেশ বিশ্বাস বলেন" নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদীর জল প্লাবিত হয়ে আমাদের তিন ফসলি জমি এখন এক ফসলী হয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি গ্রামের একমাত্র মাধ্যম এই খাল অবরুদ্ধ হয় প্রতিবছর বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে চতুর্থ পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

LIC
কর্মসংস্থান
LICI তে এজেন্ট নিয়োগ চলছে
স্টাইপেন্ড- ৫০০০ টাকা তৎসহ কমিশন।
উজ্জ্বল চন্দ (ডেভেলপমেন্ট অফিসার)
যোগাযোগ- ৭৯০৮৬২৯৪৬২ / ৯৯৩২৭২৯০৯৫

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
www.sarbabhaumasamachar.in
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

সবার পছন্দ
নির্মাল্য
মা এর Vaccination তো হলো
এবার শাড়ি টা ?

আমাদের দ্বিতীয় শোরুম
কোর্ট রোড, হাই স্কুল এর সামনে, বনগাঁ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❑ সংখ্যা ০১ ❑ ২৪ মার্চ, ২০২২ ❑ বৃহস্পতিবার

মিশন নির্মল বাংলা

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে পৌর নির্বাচন। বিভিন্ন পৌরসভার মসনদে বসেছেন চেয়ারম্যান; আগামী পাঁচ বছরের জন্য! প্রসঙ্গত এই সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন প্রসঙ্গে গুরুতর অভিযোগ ছিল বিরোধীদের তথা বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় প্রশাসন থেকে শাসকদল। এরই মধ্যে উত্তপ্ত বীরভূমের রামপুর হাট। আগুনে ভস্মীভূত দশটি বাড়ি। ঘটনাস্থলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে দাঁড়িয়েই আগামী দশ দিন রাজ্যের সমস্ত পুলিশ কর্মীদের ছুটি বাতিল করেছেন। যা বিগত দুই দশকের মধ্যে বিরল। কী কারণে এই সিদ্ধান্ত? না, একযোগে রাজ্যের সমস্ত বে-আইনী অস্ত্র-বোমা সব উদ্ধার করতে হবে। সমস্ত সমাজ বিরোধীদের জন্য নতুন করে রেজিস্টার তৈরী করে তাদেরকে এ-বি-সি ক্যাটেগরীভুক্ত করতে হবে। অবশ্য অস্ত্র বা বোমা উদ্ধারের সাথে সাথে সমাজ বিরোধীদের নাম রেজিস্টারে তুললেও তাদেরকে গ্রেফতারের কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কেন এমন সিদ্ধান্ত! বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কী তাহলে নিজেই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু জায়গা বে-আইনী অস্ত্র ও বোমার কারখানায় পরিণত হয়েছে— এ প্রশ্ন বিদ্দজ্জনদের। তাদের কথায়, শুধুমাত্র বে-আইনী অস্ত্র বা বোমা উদ্ধার নয় অথবা সমাজ বিরোধীদের নাম রেজিস্টারভুক্ত নয়, সমস্ত সমাজ বিরোধীদের গ্রেফতার করে জেলবন্দি করতে পারলেই আপামর বাংলাবাসী দেখতে পাবে একটি নির্মল বাংলা। বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবে মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর জয়গান।

শতদল রবিবাসরের বসন্ত উৎসব

নীরেশ ভৌমিকঃ বিগত বছরের মতো এবারও দোল যাত্রা উপলক্ষে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে গাইঘাটার ফুলসরা পাঁচপোঁতার শতদল রবিবাসর সাংস্কৃতিক সংস্থা। গত ২০ মার্চ সকালে স্থানীয় পাঁচপোঁতা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন অঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে সংস্থার সদস্যগন সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান ও কথায় কবিতায় বসন্তকে আহ্বান জানান। সংগীত শিক্ষক তপন ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট নৃত্য প্রশিক্ষিকা ঈশানী সেনগুপ্তের পরিচালনায় সংস্থার ছোট-বড় সদস্যগন পরিবেশিত সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান দর্শক ও শ্রোতৃ মন্ডলীকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলে নানা রঙের আবির খেলায় মেতে ওঠেন। দত্তপুকুর কণ্ঠ পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠান সকলের ভালোলাগে। এদিনের নানান অনুষ্ঠান ও মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে শতদল রবিবাসর আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

ইউক্রেনের যুদ্ধ ও ভারত

সুনীল কুমার রায়

সম্প্রতি রাশিয়ার ইউক্রেনের উপর বর্বরোচিত হামলায় সমগ্র বিশ্ব আতঙ্কিত। এই সমস্যা শুধুমাত্র ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই অর্থনৈতিক ভিতের উপর আঘাত আসবে, রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অন্তর্ভুক্ত দেশ গুলির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটতে বাধ্য হবে।

গত ১৭ই মার্চ '২২ রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক আদালত নির্দেশ দিয়েছে, অবিলম্বে রাশিয়াকে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। ইতিমধ্যে রাশিয়ার উপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এই সংকটময় কালে একমাত্র চিন ও বেলারুস রাশিয়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। দুইটি দেশই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অংশীদার। ইতিমধ্যে রাশিয়ার রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী তিন প্রতিবেশী দেশ পোলান্ড, স্লোভেনিয়া ও চেকপ্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীরা ইউক্রেনের যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি পোলান্ড সীমান্তে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, 'আপনাদের এই সফর ইউক্রেনের সমর্থনে এক শক্তিশালী পদক্ষেপ।'

গত ১৭/০৩/২০২২ তারিখে বাধ্য হয়েই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছিলেন, ইউক্রেনের 'নিরপেক্ষ অবস্থান' ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তারা সমঝোতায় রাজি, এই ঘোষণার সামান্য কিছু পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেন, 'উনি একজন যুদ্ধ অপরাধী'। বাইডেনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে রাতেই ক্রেমলিন থেকে পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি প্রেসকোভ বলেন, 'এসব মেনে নেওয়া যায় না', ক্ষমার অযোগ্য। গোটা বিশ্বে কয়েকশো হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এরা।"

দুই মহাশক্তির ক্ষমতার আস্ফালন ও দম্ভকতায় বিধ্বস্ত সবাই। ৩৫০, ০০০- স্কোয়ার মাইল (৯১০,০০০ কিমি) পরিসীমা নিয়ে ৪.৪ কোটি জন বসতি অধ্যুষিত রাশিয়ার পর দ্বিতীয় ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম আর্থিক স্বয়ং সম্পূর্ণ ইউক্রেন। কি হয়েছিল, যার প্রতিফলে আজ বিরাট মৃত্যু, ধ্বংসের প্রতিযোগিতা চলেছে?

ইউক্রেন স্বাধীন, সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী হয়ে 'ন্যাটো'র সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছে। 'ন্যাটো' কি? খুব সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া যাক। 'ন্যাটো' একটি জোট। পুরো নাম 'নর্থ আটল্যান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন' সংক্ষেপে ন্যাটো।

পারস্পারিক ১) সিদ্ধান্ত, ২। পরামর্শ, ৩। অপারেশন এবং মিশন ৪। অংশীদারিত্ব ৫। হুমকি মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এবং রাজনৈতিক, সামরিক জোট; সর্বোপরি সদস্য দেশগুলিকে সমন্বিত সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই ১৯৪৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, ব্রিটেন সহ ১২টি দেশ মিলিত হয়ে এই জোট গঠন করে। ১৯৫২ সালে তুরস্ক ও গ্রীস অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানি, ২০২০ সালে উত্তর ম্যাসিডোনিয়া যুক্ত হয়ে বর্তমানে এই জোটের সদস্য সংখ্যা ৩০। রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশ বেলারুশ এবং ইউক্রেন এর সদস্য নয়।

রাশিয়া বুঝল তার অস্তিত্বের সংকট। তাই বিকল্প চিন্তা করে ন্যাটোকে প্রতিহত করতে ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি ও রোমানিয়া একত্রে ওয়ারশ চুক্তি করে। এটিও

আজ বিপন্ন। ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনের ক্রাইমিয়া নামের একটি অঞ্চল দখল করে, ইউক্রেন প্রতিবাদ করে। পারে না। তখন থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। ইউক্রেন 'NATO'র অন্তর্ভুক্তি হওয়ার চেষ্টা করে। রাশিয়া বাধা দেয়। তারই পরিনতি আজকের এই যুদ্ধ। ইউক্রেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এবং মানসিক অবস্থান জানা বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সময় থেকেই রাশিয়ার সংগে ভারতের এক গভীর মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সেই সম্পর্ক আরো গভীরতর পর্যায়ে যায়।

অপর দিকে ইউক্রেনের সংগে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থিতিশীল। বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে। এই মুহূর্তে ইউক্রেনে ১৮,০৯৫ জন ছাত্রছাত্রী ডাক্তারী বিদ্যায় পাঠরত। এখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেকটাই উন্নত। তবুও ভারতের কাছে ইউক্রেন বাস্তব ক্ষেত্রে আপন বন্ধু বলে পরিচয় দেয়নি।

১) কাশ্মীর প্রশ্নে ইউক্রেনের অবস্থান ভারতের বিপক্ষে, ২) ১৯৯৪ সালে পারমানবিক পরীক্ষায় ইউক্রেন ভারতের বিরুদ্ধে মতামত দিয়েছিল, ৩) UNSC তে ভারতের স্থায়ী সদস্য পদ না পাওয়ার জন্য বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। ৪) ১০০টি T-84 Oplot-t Main Battle Tank ইউক্রেন পাকিস্তানকে সরবরাহ করে। পাকিস্তান এর নাম দেয় আল খালিদ ট্যাঙ্ক, ৫) আল কায়দাকে ইউক্রেন নৈতিক ভাবে সমর্থন করেছে, ৬) ইউক্রেনে ৩০০ ইউরেনিয়াম ভাণ্ডার থাকা সত্বেও বাণিজ্যিক চুক্তির কারণে ভারতকে সমর্থন করেনি।

তবুও আমরা সমাজতান্ত্রিক শিরোপা পরা রাশিয়ার এই তীব্র প্রতিহিংসাপরায়নায় বিশ্বাসী নই। সম্প্রতি রাশিয়ার বোমারু বিমান ইউক্রেনের মারিয়ুপোলের আবাসন ধ্বংস করেছে, যেখানে বহু নিরীহ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। এটি বীভৎসতার এক নির্দশন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দাবী অনুযায়ী এ অবধি অন্যান্যদের সংগে ১০৮টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। যেটি নাৎসি অত্যাচারের সমতুল্য। জার্মান পার্লামেন্ট এই সত্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ভারতের প্রতি ইউক্রেনের দ্বিধাবিভক্ত থাকা সত্বেও কূটনৈতিক অবনতি ঘটেনি। আমরা ভারতবাসী এই হঠকারী শক্তি প্রদর্শনের বিরোধী। ইউক্রেনকে ন্যাটো অন্তর্ভুক্তি করা হোক। যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তির সহবস্থান আসে না। সাময়িক ক্ষমতার আস্ফালন দেওয়া যায়।

বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ

ইউজেনিক্স-এর প্রকারভেদ আজও গবেষণা স্তরে

অজয় মজুমদার

ইনফিনিক্স এর প্রকারভেদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চলছে। তারপর বিজ্ঞানীরা ইউজেনিক্স নিয়ে দুটি ভাগ এর কথা উল্লেখ করেন।

প্রথমটি হল নেগেটিভ ইউজেনিক্স এবং দ্বিতীয়টি হলো পজেটিভ ইউজেনিক্স ক্ষতিকর জিন বিশিষ্ট মানুষের অধিক সন্তান থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যেমন— যে সব হিমোফিলিয়া রোগী রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে বেঁচে আছেন, সেসব লোকেদের সন্তান না

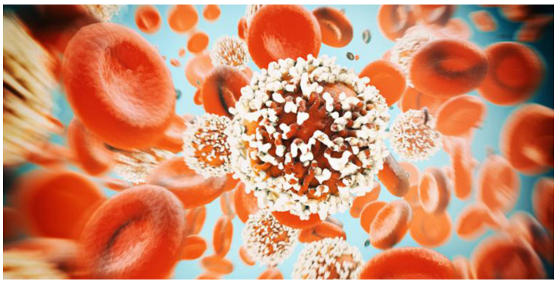

হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবার এইডস রোগীদের ক্ষেত্রেও সন্তান না হওয়াই কাম্য। যদিও এই রোগটি জিন বাহিত নয়। বংশগত মানসিক রোগ গ্রস্থ লোকেদের বিবাহ না হওয়া উচিত। এছাড়াও পরিবেশগত অনেক দুর্ঘটনায় শারীরিক অবগঠনকারি মানুষের সন্তানদের মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় না। এ বিষয়ে জেনেটিশিয়ান এবং চিকিৎসকদের যৌথ পরামর্শের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ টি রাষ্ট্রে বংশগত ভাবে অস্বাভাবিক লোকেদের বংশ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আইন আছে। এই আইনের অপপ্রয়োগ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায় এর ব্যবহার খুব কম ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হয়েছে। সব বংশগত অস্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে ওইসব ত্রুটি পরবর্তী বংশগতি থেকে একেবারে বাদ যায় না। আপাত স্বাভাবিক মানুষের বংশগত রোগের জিন প্রচ্ছন্ন। তাদের মাধ্যমে পরবর্তী কোন বংশে ওই রোগ আবার দেখা দেবে। এ' সব ছাড়াও পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন করে আবার কোন বিশেষ বংশগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। এইসব বংশগত রোগে প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়। আবার এই রোগও আমাদের সমাজ থেকে নির্মূল হয়ে যায় না।

বিজ্ঞানী হ্যালডেন এর মতে নানা পদ্ধতির মাধ্যমে বংশগত রোগের প্রসার নিয়ন্ত্রন করলেও এইরকম ত্রুটি মাত্র ১৫ শতাংশ কমতে পারে। এছাড়াও এইসব পদ্ধতির সাহায্যে ক্ষতিকারক জিন পরবর্তী বংশগুলি থেকে খুব ধীরে ধীরে বাদ যায়! একটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। ধরা যাক শুরুতে কোন গোষ্ঠীর এক শতাংশ মানুষ মানসিক রোগ গ্রস্থ ছিল। সব ক্ষেত্রে যদি এরকম মানুষ প্রজননে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে ওই এক শতাংশের ১/১০ ভাগ অস্বাভাবিকতা কমাতে ২২ বংশ লেগে যাবে। বেশিরভাগ ক্ষতিকারক জিনই প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। সে জন্যই নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হলে তাদের সন্তানদের জিনের প্রভাবে সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিকতা প্রকাশিত হতে পারে। সেজন্যই হয়তো বেশিরভাগ সমাজে নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে একেবারেই নিষিদ্ধ। বহুদিন ধরেই মানুষ লক্ষ্য করেছিল, এরকম নিকটাত্মীয়ের বিয়ের ফলে অধিক সংখ্যক অস্বাভাবিক সন্তানের জন্ম হয়। সব ক্ষেত্রে যদি এই নিষেধ মানা হয় তাহলে হেলডেন- এর মতে সমাজে মানসিক বিকৃতি যুক্ত মানুষের হার ২.৫ শতাংশ কমে যাবে।

পজিটিভ ইউজেনিক্সঃ এটিই উৎকৃষ্ট জেনেটিক্স সজ্জারীতি সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টাই হলো পজেটিভ ইউজেনিক্স। যাদের জিনের সজ্জারীতিতে ভালো গুণসম্পন্ন সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম, তাদের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টাই পজেটিভ ইউজেনিক্সের অন্যতম লক্ষ্য। এটাও লক্ষ্য করা যায়, অনেক মনীষীর মা-বাবা অসাধারণ কিছু ছিলেন না। আবার অসাধারন মা-বাবার সন্তানও খুবই সাধারণ হয়েছে। কেন এমন হলো ? এর সঠিক ব্যাখ্যা না দিয়ে এই জাতীয় পরীক্ষা না করাই বাঞ্ছনীয় ও বিজ্ঞানী পার্ল এর মতে গত ২০০০ বা ৩০০০ বছরে যদি শুধু অসাধারণ মানুষের মধ্যেই কেবল জন্ম সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে ওই সময়ের মধ্যে ৯৫% মনীষীদের জন্ম হতো না। সেজন্য বলা যেতে পারে, উৎকৃষ্ট জেনেটিক্স সজ্জা রীতি বিশিষ্ট প্রথম নিরূপণ করার পর যতটা সম্ভব এই সব জিনের বিস্তারে সাহায্য করতে হবে। সেই প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী জন সালসটনের একটি পরীক্ষার উল্লেখ করেন। সি এলিগ্যান্স নামক গোলকৃমির দেহ কোষের সংখ্যা মোটামুটি ৯৫৯ টি। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচেয় রাখলে দেখা যাবে যে ওই কৃমির জীবনচক্রে ১৩১ টি কম কোশের সৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে ওই কোষগুলি কোথায় গেল। সলসটন প্রমাণ করলেন যে, ওই ১৩১ টি কোষের মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে প্রোগ্রামড সে ডেথ বা অ্যাপোপটোসিস'র তৃতীয় নোবেলজয়ী রবার্ট হারভিজ অ্যাপোপটোসিস বা আত্মহননের জন্য দায়ী কোষের বেশ কয়েকটা জিনকে শনাক্ত করে ফেললেন।

আত্মহত্যা শুনলে আমরা কেমন যেন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু এই আত্মহত্যার জিনটিই নানান দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে পারবে। যেমন ক্যান্সার। কোশের আত্মহত্যার জন্যে দায়ী বিশেষ রাসায়নিক গুলিকে ক্যান্সার কোষের ওপর প্রয়োগ করতে পারলেই ক্যান্সার কোষ গুলোকে মেরে ফেলা যাবে।

আসলে ক্যান্সারের ক্ষতিকারক কোষগুলিকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে। এই গবেষণাকে আমরা পজেটিভ ইউজেনিক্স-এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
২৪ মার্চ, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

রাস্তার পাশের ঝোপের মধ্যে থেকে সদ্যজাত শিশু উদ্ধার

প্রতিনিধি : রাস্তার পাশের ঝোপের মধ্যে থেকে সদ্যজাত শিশুর কান্নার শব্দ শুনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার যশোর রোড সংলগ্ন কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে। পুলিশ জানিয়েছে, সদ্যজাত পুত্র সন্তানকে কেউ ওই এলাকায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছে। তার পরিচয় উদ্ধারের জন্য সন্ধান শুরু করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে থেকে একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনে এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা উর্মিলা তরফদার। তিনি থানায় খবর দিলে বনগাঁ থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করে। বনগাঁ হাসপাতালের সুপার শংকর প্রসাদ মাহাতো বলেন, "ওই পুত্র সন্তানের বয়স সাত দিন হবে। বর্তমানে সে এস এন সি ইউ তে ভর্তি আছে।"

শ্রীনগর নাট্য মিলন গোষ্ঠির উৎসব অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২০ মার্চ আশোকনগরের শহীদ সদনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীনগর নাট্যমিলন গোষ্ঠি আয়োজিত ২৮ তম বার্ষিক নাট্যমিলন উৎসব। এদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত নাট্যৎসবের উদ্বোধন করেন বর্ষিয়ান নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক কমল সেন, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যমোদী সুতপেশ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ। সংস্থার প্রাণপুরুষ দিলীপ ঘোষ উপস্থিত সকল বিশিষ্ট জনদের স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ সকলকে পুষ্প স্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। হাবড়া নৃত্যপ্রভা ড্যান্স একাডেমীর কচি-কাঁচা নৃত্য শিল্পীগণ মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে আয়োজিত নাট্যোৎসবে এদিন তিনখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম নাটক আয়োজক সংস্থা প্রযোজিত দিলীপ ঘোষ রচিত ও নির্দেশিত শিক্ষামূলক নাটক কারাবন্দী।

নাটকটিতে সমাজের নীচুতলার মানুষদের মৌলিক অধিকার রক্ষার বিষয়টি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক শ্রী ঘোষ। দ্বিতীয় নাটক গাইঘাটার বাগনা আলো নাট্য সংস্থার নবতম প্রযোজনা বসু সেন। কর্ণের চরিত্রে অভিনেতা ও পরিচালক জয়ন্ত চক্রবর্তী সমবেত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। এদিনের নাট্যোৎসবের শেষ নাটক বিরাট ব্রাত্য সারথির মঞ্চ সফল নাটক আগশুদ্ধি।

নাটকটিতে নির্দেশক অশোক দে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যুব সমাজের অবক্ষয়ের বিষয়টি দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। বহু নাট্যোমোদী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে এদিনের নাট্যোৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনির সৃজন উৎসব

সমাচার ঃ গত ১৯ মার্চ সন্ধ্যায় ঠাকুরগনর স্টেশান পার্শ্বস্থ খেলার মাঠের সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলন করে ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত ২৭তম বার্ষিক সৃজন উৎসবের সূচনা করেন বিশিষ্ট নৃত্য প্রশিক্ষক নৃত্যগুরু সুজিত কর্মকার। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী উদয় বিশ্বাস, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। মঞ্চে উপস্থিত সংস্থার সভাপতি জয়দেব হালদার সকলকে স্বাগত জানান।

শুরুতেই দেশাত্মবোধক সংগীতের সাথে সংস্থার নৃত্যশিল্পীদের সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। সংস্থার সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাস সহ সদস্যগণ উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে পুস্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসারে প্রতিধ্বনির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত উৎসবে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও মূকাভিনয় ও ব্যালে নৃত্য। শেষ দিনে প্রতিধ্বনি প্রযোজিত সুশান্ত বিশ্বাস নির্দেশিত ভালোলাগার নাটক মরণ ফাঁদ ও গোবরডাঙ্গা কথা প্রসঙ্গ প্রযোজিত বন্ধু নাটক দুটি সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে। সবকিছু মিলিয়ে প্রতিধ্বনি আয়োজিত ৩ দিনের সৃজন উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

গোবরাপুরে সেবার এসো হাতধরি প্রকল্পে দুঃস্থদের সাহায্য প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৯ মার্চ বনগাঁর গোবরাপুর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের গোবরাপুর শাখা ও গোবরডাঙ্গার অন্যতম সমাজসেবি সংগঠন সেবা ফার্মার্স সমিতির যৌথ উদ্যোগে অর্থনৈতিক সচেতনা শিবির এবং সেই সঙ্গে সমিতির এসো হাত ধরি কর্মসূচী পালিত হয়।

এদিনের কর্মসূচীতে বিভিন্ন সেল্ফ হেল্প গ্রুপের শতাধিক সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে উপস্থিত দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের হাতে নানা ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কের শাখা প্রবন্ধক সৌরভ মুখার্জী, ডেপুটি ম্যানেজার সৈকত রায়চৌধুরী, সেবা ফার্মার্সত সমিতির সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবি গোবিন্দলাল মজুমদার, সভাপতি হিমাদ্রি গোমস্তা, ছিলেন স্থানীয় মহিষমর্দ্দিনী মন্দির কমিটির কর্ণধার জীতেন্দ্র নাথ সিকদার, ছিলেন গোবরাপুর পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিক অধীর চন্দ্র সরকার প্রমুখ। ব্যাঙ্ক ও সেবা সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য পেয়ে অতিশয় খুশি শিবিরে উপস্থিত এলেকার দরিদ্র মানুষজন।

নিমতলা আনন্দ আসরের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ মছলন্দপুরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা নিমতলা আনন্দ আসর এর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল গত ২০ মার্চ। সংস্থার সম্পাদক বিশিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দেবাশিষ সাহা জানান এদিন সকালে স্থানীয় নিমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় অঙ্গনে ক্লাব পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে নানা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক উৎসবের সূচনা হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল বসে আঁকো, সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বয়স ভেদে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। অপরাহ্নে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ঠজনদের বিশেষ সংর্ধনা জৰাপন করা হয়।

পূনর্বাসনের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

প্রথমপাতার পর...

বলেন, "কয়েক দশক ধরে ওখানে আমাদের ঘুগনি, পান ও ছোট জামা কাপড়ের তিনটি দোকান রয়েছে। বাড়িতে অসুস্থ লোক ও ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে। ওই দোকানঘরের উপরেই আমাদের সংসার চলে। দোকান ভেঙে দিলে আমরা পরিবার নিয়ে পথে বসে যাব। এরপরেও উচ্ছেদ করতে আসলে আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।"

এ বিষয়ে স্থানীয় সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সৌমেন ঘোষ বলেন, "আমরা কেউ আইন আদালতের বাইরে নই। যা হচ্ছে আদালতের নির্দেশে হচ্ছে। পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত প্রশাসন নেবে।"

বোরো চাষিদের ভরসা জোগাচ্ছে ইফকো

নীরেশ ভৌমিক ঃ ইণ্ডিয়ান ফার্মাস্ ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ-এর (ইফকো) তৈরি বিভিন্ন সার ও কীট নাশক সার সারা দেশের কৃষকদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। ইফকোর সার ব্যবহার করে শুধু এদেশের কৃষকরাই নয়, বিদেশের কৃষকরাও উপকৃত হচ্ছেন। ইফকোর ন্যানো ইউরিয়ার সাথে জলে দ্রবীভূত সার ও সাগরিকা তরল সহযোগে বোরো ধানের জমিতে স্প্রে করে চাষিরা বেশ সুফল পাচ্ছেন। সূত্রানুযায়ী, বর্তমানে বাজারে অন্যান্য সারের চাহিদা মতো না মেলার কারণে ইফকোর তৈরী সার বেশি ব্যবহার হচ্ছে। কৃষকদের সার্বিক কল্যানে জেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলিকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গীতিকুঞ্জে বসন্তকালীর সাংস্কৃতিক উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বসন্ত উৎসব উপলক্ষে বহু জ্ঞান গুনীজনের সমাগম ঘটে ছিল

গোবরডাঙার অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গীতিকুঞ্জে। গত ২০ মার্চ গীতিকুঞ্জে অনুষ্ঠিত বসন্তকালীন সাংস্কৃতিক উৎসবে বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙা পৌরসভার নব নির্বাচিত পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, কাউন্সিলর অসীম তরফদার, প্রাক্তন কাউন্সিলর ও শিক্ষিকা আভা চক্রবর্তী, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা ঝর্ণা দত্ত বনিক, সংস্কৃতি প্রেমী শিক্ষিক নন্দলাল বসু, গোবিন্দ লাল সাহা, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা স্বপ্না গাঙ্গুলী, বিশিষ্ট সংগীত ভূতপূর্ব অফিসার ইনচার্জ উৎপল সাহা প্রমুখ।

উদ্যোক্তরা উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনেদের স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্য- সদস্যাগন পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সংগীত ও সংস্কৃতি অনুরাগী শংকর শীল, কালাচাঁদ শীল, সৌমজিৎ বিশ্বাস, তন্ময় চক্রবর্তী ও রাজা ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সংস্থার সদস্যগনের মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান উপস্থিত সকল শ্রোতৃমন্ডলীর হৃদয়কে জয় করে নেয়।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত কথা প্রসঙ্গ নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৮ মার্চ দোলযাত্রার দিন অপরাহ্নে গোবরডাঙ্গা স্টেশান পার্শ্বস্থ স্টেট ব্যাঙ্ক চত্বরে বসন্ত উৎসবের মধ্য দিয়ে শুরু হয় কথা প্রসঙ্গ নাট্যোৎসব ২০২২। সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও রঙিন আবীরে বসন্ত উৎসব আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য বক্তিত্ব নারায়ণ বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আস্তিক মজুমদার, অনিমা দাস ও প্রবীণ সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত ও পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ। সন্ধ্যায় শিল্পায়ন স্টুডিও চত্বরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রশাসনিক আধিকারিক অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন গোবরডাঙ্গার নব নির্বাচিত পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্যামল দত্ত, আশিষ চট্টোপাধ্যায় ও আশিস দাস। কথা প্রসঙ্গ নাট্য সংস্থার কর্ণধার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকলকে স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট জনেরা নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল কথা প্রসঙ্গের নাট্যচর্চা ও প্রসারের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

ঢাকুরিয়া ঐক্যতান-এর বসন্ত উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ দোলযাত্রা ও হোলি উপলক্ষ্যে বিগত বছর গুলির মতো এবারও বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে চাঁদপাড়া-ঢাকুরিয়ার অন্যতম আবৃত্তি শেখার প্রতিষ্ঠান ঐক্যতান আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের সদস্যরা। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিশিষ্ঠ আবৃত্তি প্রশিক্ষিকা মলিনা সাহার উদ্যোগে গত ১৯ মার্চ সকালে ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবক ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক ও সমাজকর্মী শংকর নাথ, সংস্কৃতি প্রেমী পরিমল কর, বিদ্যু কান্তি মণ্ডল পার্থ ঘোষ প্রমুখ। আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের ছোট-বড় সদস্যরা একক ও সমবেত আবৃত্তি, ছিল মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল, মানবেন্দ্র হালদার প্রমুখ। বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও শিক্ষিকা মলিনা দেবীর আবৃত্তির অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। হলুদ শাড়ি ও পাঞ্জাবিতে সুসজ্জিত সদস্যগণ নানা রঙের আবিরে উপস্থিত সকলকে রাঙিয়ে দেয়।

ড্রোনের মালিকের সন্ধান পেল পুলিশ

প্রথমপাতার পর...

করে আপলোড করে তাঁরা। তাদের মনে হয়েছিল ড্রোন তৈরি করবে। তাই ইউটিউব দেখে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ কিনে তারা সেটি তৈরি করেছিল। তাদের বাড়ি বনগাঁ থানার রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায়।

শুক্রবার রামকৃষ্ণপল্লী এলাকা থেকে পরীক্ষামূলক আকাশে উড়িয়েছিন। কিছু সময় আকাশে ওড়ার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিল ড্রোন। সংবাদমাধ্যমে ড্রোন উদ্ধারের খবর দেখে এদিল তারা থানায় এসেছে। পুলিশ তাদের দাবি খতিয়ে দেখছে। প্রসঙ্গত শনিবার সকালে পেট্রাপোল থানার কালীয়ানি সীমান্ত এলাকার আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে একটি চাষের জমিতে ড্রোনটি পরে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ সেটি উদ্ধার করে থানায় এনে তদন্ত শুরু করেছিল। ড্রোনটির গায়ে "মেড ইন চায়না" লেখা ছিল। চারটি পাখাবিশিষ্ট। যার মধ্যে একটি পাখা ভাঙা।

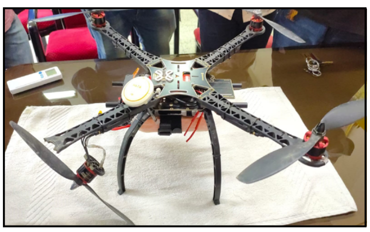

কৃষকদের জমিতে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিএসএফের বিরুদ্ধে

কয়েকশো বিঘা জমির ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা

প্রতিনিধি : সীমান্তের কাঁটাতারের ভেতরের জমিতে কৃষকদের যেতে দিচ্ছে না বিএসএফ। পরিচর্যার অভাবে নষ্ট হচ্ছে কয়েকশো বিঘা জমির ফসল। এমনই অভিযোগ এনে সোচ্চার হয়েছেন শতাধিক কৃষক। বনগাঁ থানার ঘাটবাওড় পঞ্চায়েতের চড়ুইগাছি, রামচন্দ্রপুর সীমান্ত এলাকার ঘটনা। কৃষকেরা বনগাঁ ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে বৃহস্পতিবার দুপুরে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন বনগাঁ ব্লক অফিসের আধিকারিকেরা। কৃষকেরা জানিয়েছেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের ভেতরে কয়েকশো বিঘা চাষের জমি রয়েছে। ভারতীয় কৃষকেরা বিএসএফের কাছে তাদের ভোটার কার্ড,আধার কার্ড জমা রেখে কাঁটাতার সংলগ্ন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে দৈনিক কৃষিকাজ করে ফিরে আসেন। ২১মার্চ রামচন্দ্রপুর এলাকায় কাঁটাতারের ভেতরের জমিতে কৃষিকাজ করে ফেরার পথে এক কৃষকের কাছ থেকে ১০ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে বিএসএফ - এর জওয়ানেরা। অভিযোগ, এরপর থেকে রামচন্দ্রপুর,চড়ুইগাছি, সুটিয়া গ্রামের কাঁটাতারের পাঁচটি গেট বন্ধ করে রেখেছে বিএসএফ। যেতে দেওয়া হচ্ছে না কৃষকদের। ফলে পরিচর্যার অভাবে নষ্ট হতে বসেছে মাঠের ধান সহ একাধিক ফসল। কৃষকদের বক্তব্য,কয়েকশো বিঘা জমিতে ধান ,তিল, বেগুন, কুমড়ো সহ একাধিক ফসল রয়েছে। এখন ধানে জল দেওয়ার প্রয়োজন। চার দিন ধরে মাঠে জল দিতে পারছেন না। স্থানীয় কৃষক রমেশ মন্ডল, গৌতম মন্ডলরা বলেন, "যদি কেউ চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু গ্রামের কয়েকশো চাষির পেটে কেন লাথি মারা হবে। জমিতে না যেতে দেওয়ায় কয়েকশো বিঘা জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে।" কৃষকদের আবেদনে এদিন চড়ুইগাছিগ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন বনগাঁ ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শৈলেন্দ্র কুমার মাইতি। তিনি বলেন, "ফসলের পরিচর্যা না হলে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে মনে করছি আমরা। আমরা কৃষকদের সমস্যার বিষয়ে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছি। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। যদিও এ বিষয়ে বিএসএফের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য দিতে অস্বীকার করেছে।

বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র, উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল পুলিশ

প্রতিনিধি : পড়তে জোরাজুরি করায় রাগ করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেছিল এক চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। পুলিশ তাকে রাস্তায় ঘুরতে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানতে পারে রহস্য। তার ঠিকানা উদ্ধার করে সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছে দিল পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন বিকালে গাইঘাটা থানার কুলপুকুর এলাকায় এই পড়ুয়াকে একা ঘুরতে থেকে সন্দেহ হয় কয়েকজন পুলিশ কর্মীর। ছেলেটির চোখে মুখে খিদের ছাপ দেখে খাবার কিনে দিয়ে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয় পুলিশ কর্মী। পুলিশ জানতে পারে তার বাড়ি হাবরা থানার কাশিপুর এলাকায়। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সে। রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুলপুকুর এলাকায় চলে এসেছে। এরপর তার ঠিকানা উদ্ধার করে পরিবারকে খবর দেয় পুলিশ।

পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, ওই ছাত্র বাড়ির ছোট ছেলে। পড়াশুনায় অমনোযোগী। সোমবার সকালে পড়াশোনা করার জন্য তাকে বকাবকি করা হয়েছিল।

এরপরই সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে। বাবা গোপাল বিশ্বাস বাড়িতে ফিরে ছেলেকে দেখতে না পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুজি শুরু করে। কিন্তু কোথাও খুঁজে না পেয়ে স্থানীয় থানায় যাবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন।

রাতে গাইঘাটা থানা থেকে তাদের বাড়িতে খবর যায় ছেলেকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে বাবা গোপাল বিশ্বাস গাইঘাটা থানায় ছুটে আসেন। তাঁর হাতে ছেলেকে তুলে দেয় পুলিশ। বাড়ির ছোট ছেলেকে খুঁজে দেওয়ার জন্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানালেন বাবা।

ড্রোন নিষিদ্ধ করলো পৌরসভা

প্রথমপাতার পর...

কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, "বনগাঁ শহর সীমান্তবর্তী এলাকায়। প্রায়ই দেখা যায় বেআইনি ভাবে ড্রোনের ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে শহরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সে কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দিন কয়েক আগে পেট্রাপোল সীমান্ত এলাকায় কৃষি জমিতে একটি ড্রোন পাওয়া গিয়েছিল। যা নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। পরবর্তী সময় জানা যায় দুই যুবক ড্রোনটি তৈরি করে পরীক্ষামূলক ভাবে আকাশে উড়িয়ে ছিল। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। এভাবে ড্রোনের ব্যবহার করা যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

পড়ুয়াদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু বনগাঁয়

প্রতিনিধি : ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী পড়ুয়াদের করোনা ভ্যাকসিন দেয়ার কাজ শুরু করল বনগাঁ ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর। সোমবার বনগাঁর পাটশিমুলিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হয়। জানা গিয়েছে, বনগাঁ ব্লকের ৫৫ টি স্কুলের ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী সমস্ত পড়ুয়াদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ ১৫ দিনের মধ্যে শেষ করা হবে। ব্লকের প্রতিটি স্কুলেই ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম চলবে। পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকে বনগাঁ পৌরসভা এলাকার স্কুলগুলোতেও পড়ুয়াদের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে। বনগাঁ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক সাহা রায় বলেন" আশা করছি খুব দ্রুত বনগাঁ ব্লক এবং পৌরসভা এলাকার সমস্ত পড়ুয়াদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শেষ করতে পারবো। ২৮ দিন বাদেই আমরা বাচ্চাদের দ্বিতীয় ডোজ দেব।"

খালের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার চান বাসিন্দারা

প্রথমপাতার পর...

খালটি সংস্কারের অভাবে এমন অবস্থা হয়েছে। খালটি সারাবছর জঞ্জাল ও কচুরিপানায় অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। নহাটা এলাকার বহু ব্যবসায়ী তাদের দোকানের বর্জ্য পদার্থ খালে ফেলে ফলে খালের অনেক অংশে ভরাট হয়ে গিয়েছে। এরফলে দূষণ ছড়াচ্ছে। নোংরা জল জমে থাকায় গ্রামের বাসিন্দারা জল বাহিত রোগ ও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে। খালের অনেকটাই জবর দখল হয়ে গিয়েছে।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, খাল সংস্কারের দাবিতে বহুবার আন্দোলন বিক্ষোভ হয়েছে। প্রশাসনের কর্তারা খাল পরিদর্শন করেছেন। বছর খানেক আগে বিদ্যাধরী প্রজেক্টের মাধ্যমে কিছু এলাকার কচুরিপানা পরিষ্কার হলেও বাস্তবে খাল সংস্কারের বিষয়ে কোনো কাজই এগোয়নি।

পার্বতী খালা বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক প্রদীপ সরকার বলেন "১৯৮৫ সালে একবার খাল সংস্কার হতে দেখেছিলাম। তারপর থেকে কেবল প্রতিশ্রুতি মিলেছে আর একবার কিছু এলাকায় কচুরিপানা পরিষ্কার হয়েছে। খাল সংস্কার না হওয়ায় এলাকায় কীটপতঙ্গের আক্রমণে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। কৃষি ক্ষেত জলের তলায় চলে যাওয়ার কৃষকরা দুরাবস্থার মধ্যে রয়েছে। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি মিললেও ভোটের পর কাউকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এবার সংস্কার চাই নয়তো ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে।"

স্থানীয় বৃদ্ধ শিক্ষকের কথায়"আগে নদীতে স্রোত বইত। নদীর জলে চাষাবাদ চলত। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করত। এদৃশ্য এখন আর দেখা যায় না। বর্তমানে পার্বতী খাল-নালায় পরিণত হয়েছে। খালের মুখ ঢেকেছে কচুরিপানা,ময়লা-জঞ্জালে। স্থানীয় চৌবেড়িয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাধবী রায় বলেন" খালের কিছুটা সংস্কার আমরা করেছি। আরো সংস্কার করার চেষ্টা করছি। আমরা চাই পূর্ণাঙ্গ সংস্কার। পুরনো রূপ ফিরে পাবে পার্বতী খাল। সেই অপেক্ষায় দিন গুনছেন পার্বতী পাড়ের বাসিন্দারা।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি Bikash Mandal, বয়স ৫২ বছর, পিতা- Late Nirod Mandal, গ্রাম- কয়া, পোঃ ও থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। আমার ভোটার কার্ডে (WB/13/086/222471), আধার কার্ডে (566184912500) এবং আমার প্যান কার্ডে (BXVPM0890F) আমার নাম লেখা আছে Bikash Mandal। আমার ছেলে আকাশ মণ্ডল-এর জন্ম প্রমানপত্রে আমার নাম লেখা আছে Bikash Ch. Mondal এবং আমার ছেলের স্কুল সার্টিফিকেটে আমার নাম লেখা আছে Bikash Chandra Mondal। আমি বনগ্রাম এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের 2876 নম্বর এফিডেভিট বলে Bikash Mandal, Bikash Ch. Mondal ও Bikash Chandra Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম।

HALL MARK
বনগাঁয় সবার মুখে এক কথা—
রকমারি ডিজাইন, গহনার গড়নে সাবেকিয়ানা,
আধুনিকতায় অনন্য প্রতিষ্ঠান
আমাদের গহনার মজুরী সবার থেকে কম

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা
এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিসঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

তান্ত্রিক জ্যোতিষ সম্রাট চণ্ডীরত্ন গীতাভারতী, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
এস এস আচার্য / এস এস চ্যাটার্জী
ব্যবসা, চাকুরী, বিবাহ, বিদেশযাত্রা, গ্রহদোষ, বাস্তদোষ, প্রতিকারসহ শ্রাদ্ধ-শান্তি, উপনয়ণ এবং প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।

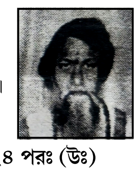

পুরোহিত শুভজিৎ আচার্য
চাঁদপাড়া ১নং রেলবাজার, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, ২৪ পরঃ (উঃ)
মোঃ ৯৩২২৩৬১১৫/৯৭৩৪৩৭৮৯০৩/৮৩৭১০৪৬৪৯৭

Printer, Publisher & Owner Utpal Mallick, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at Kumar Press at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9647791986 / 7076271952
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in
Editor- Utpal Mallick